বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

আইন বিভাগ

পি, এ, বি, এক্স- ৯৫৬০০২১-৫
৯৫৬০০৩১-৫
ফোন ঃ ৯৫৫৩০০১

ডিএমডি পরিপত্র নং-১৪/২০০২

তারিখঃ ১১-১১-২০০২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবি নিয়োগ ও আইনজীবিদের ফিস পুনঃ নির্ধারণ প্রসঙ্গে।

গত ১লা আগষ্ট,২০০২ ইং তারিখে মাননীয় অর্থ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকসহ রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকদের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রতিটি ব্যাংকের কর্মকান্ডের উপর বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের জন্য আইনানুগ পদ্ধতিতে ঋণ আদায়ে গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রচলিত তালিকাভুক্ত আইনজীবিদের (প্যানেল এডভোকেট) পাশপাশা চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবি নিয়োগের ব্যবস্থা করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ৩৪৫ তম সভায় অনুমোদিত হয়।

২। উল্লেখ্য যে, বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য বর্তমানে বিভিন্ন আদালতে ব্যাংকের মোকদ্দমাসমূহ পরিচালনা করার জন্য তালিকাভুক্ত আইনজীবি নিয়োগ করা হয়ে থাকে এবং আইন পরিপত্র নং-২/৯৫ তারিখ ১১-৩-৯৫ ইং এ বর্ণিত ফিসের হার অনুযায়ী তালিকাভুক্ত আইনজীবিরা তাদের ফি পেয়ে থাকেন। এছাড়াও আইন পরিপত্র নং-৪/৯৭ তারিখ ১১-১১-৯৭ ইং এর ২(চ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় মোকদ্দমার গুরুত্ব অনুধাবন করে ব্যাংকের স্বার্থে প্রয়োজনবোধে বর্ধিত ফি'তে অধিকতর ও অভিজ্ঞ ও পারদর্শী আইনজীবি নিয়োগ করতে পারেন।

৩। এক্ষণে উপরোক্ত ০১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সিদ্ধান্ত ও অনুমোদন অনুযায়ী ব্যাংকের বকেয়া পাওনাসমুহ আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন আদালতে ব্যাংকের পক্ষে মোকদ্দমা দায়ের, পরিচালনা এবং বিভিন্ন আইনগত মতামত প্রদানের জন্য তালিকাভুক্ত আইনজীবির পাশাপাশি চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবি নিয়োগের জন্য মাঠ পর্যায়ের মহাব্যবস্থাপক, মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপকদের ক্ষমতা প্রদান করা হল।

৪। ব্যাংকের বকেয়া পাওনা সমূহ আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন আদালতে ব্যাংকের পক্ষে মোকদ্দমা দায়ের ও পরিচালনার জন্য এখন থেকে নিম্নবর্ণিত ফিসের হার কার্যকর হবে এবং এতদসংক্রান্ত (অর্থাৎ ব্যাংকের বকেয়া পাওনা আদায় সংক্রান্ত) বিভিন্ন আদালতে মোকদ্দমা দায়েরের জন্য আইন পরিপত্র নং-২/৯৫ তারিখ ১১-৩-৯৫ ইং এ বর্ণিত ফিসের হারে নতুন করে কোন আইনজীবিকে (তালিকাভুক্ত আইনজীবি অথবা চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবি) নিয়োগ করা যাবে না। তবে যারা ইতোমধ্যে আইন পরিপত্র নং-২/৯৫ তারিখ ১১-৩-৯৫ ইং বর্ণিত ফিসের শর্তে বিভিন্ন মোকদ্দমায় নিয়োজিত আছেন তারা উক্ত মোকদ্দমা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত পরিপত্রে বর্ণিত হারে ফিস পাবেন।

ক্রঃ নং	বিষয়	ফিসের হার (ব্যাংকের মোট দাবীকৃত/ পাওনা টাকার পরিমাণ ভেদে)
১।	ব্যাংকের বকেয়া পাওনা আদায়কল্পে দেউলিয়া, অথ ঋণ আদালতসহ অন্যান্য আদালতে দায়েরকৃত মোকদ্দমার জন্য হাজিরসহ ফিস (আর্জি প্রনয়নসহ মোকদ্দমা দায়ের , পদক্ষেপ গ্রহণ, চুড়ান্ত শুনানী পর্যন্ত কোর্ট ফি স্ট্যাম্প (যা প্রকৃত খরচ প্রদানযোগ্য) ব্যতিত সকল ফিস এতে অর্ন্তভুক্ত থাকবে।	ক) ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত সাড়ে ৭ % হারে সর্বনিম্ন ১,০০০/- টাকা খ) ৫০,০০১/- টাকা থেকে ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ৪% হারে, সর্বনিম্ন ২,৫০০/- টাকা গ) ২,০০,০০১/- টাকা থেকে ৫,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ২% হারে, সর্বনিম্ন ৫,০০০/- টাকা ঘ) ৫,০০,০০১/- টাকা থেকে ১০,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ১% হারে, সর্বনিম্ন ৭,০০০/- টাকা ঙ) ১০,০০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে ১% হারে, সর্বনিম্ন ১০,০০০/- টাকা এবং সর্বোচ্চ ২০,০০০/- টাকা ।

৫। চুক্তি ভিত্তিক আইনজীবি নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইনজীবিকে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই ও এতদসংক্রান্ত অঙ্গীকারনামা ব্যাংকে দাখিল করতে হবেঃ-

(ক) নিয়োগকালিন সময়ে তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিপক্ষে কোন আদালতে কোন মোকদ্দমায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

(খ) তিনি তার নিয়োগকালীন সময়ে উপযুক্ত আদালত ব্যতিত অন্য কারো কাছে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের আমানত ও ঋণ হিসাব সহ অন্যান্য হিসাব বই বা ব্যাংক সংক্রান্ত অন্য কোন তথ্যাবলী কারো কাছে প্রকাশ করতে বা বিবৃতি প্রদান করতে বা কোন গোপনীয়তা ফাঁস করতে পারবেন না।

(গ) তার কার্যাবলী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের কাছে সন্তোষজনক বিবেচিত না হলে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়ে তার নিয়োগ বাতিল করতে পারেন পারবেন যার জন্য তিনি কোন ক্ষতিপুরণ বা প্রতিকার দাবী করে কোন আদালতের কাছে মোকদ্দমা দায়ের বা কোন কর্তৃপক্ষের কাছে কোন আবেদন করতে পারবেন না।

(ঘ) মোকদ্দমা দায়ের সম্পন্ন হওয়ার পর (আর্জির কপি ব্যাংকে দাখিল সাপেক্ষে) তিনি তার চুক্তি ভিত্তিক ফিসের ২৫% এবং চুড়ান্ত শুনানী সম্পন্ন হয়ে রায়/ডিক্রির সই মোহর নকল উত্তোলণ করে ব্যাংকে দাখিল করার পর বাকী ৭৫% ফিস প্রাপ্য হবেন।

৬। উল্লেখ্য যে, ইতিপুর্বে আইন পরিপত্র নং-২/৯৫ তারিখ ১১-৩-৯৫ ইং তে বর্ণিত আইনজীবিদের ফিসের হার নিম্নবর্ণিত কয়েকটি আইটেমে বর্ধিত/পুনঃ নির্ধারণ করা হলঃ-

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	ফিসের হার
১।	আইনগত মতামত, বিভিন্ন দলিলাদি (ডকুমেন্ট)পরীক্ষা, আইনগত বিজ্ঞপ্তির (নোটিশ) খসড়া প্রনয়ন/জবাব দান	৫০০/-
২।	চুক্তিপত্র/লীজ দলিল/বিক্রয় দলিল খসড়া প্রনয়ন, স্বত্ব নির্ধারণ	১৫০০/-
৩।	ডিক্রীজারী মোকদ্দমা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত (যেমন আর্জি দাখিল, শুনানী, নিলাম)	২০০০/- (৬ মাসের মধ্যে নিস্পত্তি)
৪।	বিভিন্ন আদালতে নিষেধাজ্ঞার আর্জি প্রস্তুত/জবাব দান ও দাখিল	১০০০/-
৫।	আদালত থেকে মোকদ্দমার রায়, ডিক্রি বা এতদসংক্রান্ত সার্টিফাইড কপি তোলা	(ক) সুপ্রীম কোর্টের উভয় ডিভিশনে ৭০০/- (খ) অন্যান্য আদালতে-৫০০/-
৬।	মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনে এডভোকেট অন রেকর্ডস এর ফিস (প্রতি হাজিরা/শুনানী)	২৫০০/-
৭।	পেপার বুক	প্রকৃত খরচ (ব্যাংকের সহঃ আইন উপদেষ্টা কর্তৃক যাচাই ও সুপারিশ সাপেক্ষে)
৮।	নিলামের জন্য ঢোল শহরত, মাইকিং ইত্যাদি খরচ(প্রতি কেসে)	৫০০/-

উক্ত আইন পরিপত্র নং-২/৯৫ এ বর্ণিত অন্যান্য ফিসের হার ও নির্দেশাবলী পূনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকবে।

৬। উক্ত নির্দেশাবলী অবিলম্বে কার্যকর হবে। ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল আইনজীবিকে বর্ণিত নির্দেশাবলী অবহিত করণের জন্য স্ব স্ব কর্তৃপক্ষকে পরামর্শ দেওয়া হলো

আদেশক্রমে-

স্বা/-১১-১১-২০০২
(নীল রতন মন্ডল)
উপ-মহাব্যবস্থাপক